Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

আজকালের খবর

গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাবিতে মাসব্যাপী সেমিনার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে আগামী সোমবার বেলা ৩টায় জীববিজ্ঞান অনুষদে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে এক সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৯ জুলাই বেলা ৩টায় ফার্মেসি অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ, ৩০ জুলাই বেলা ৩টায় আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ, ■ ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী

৩য় পৃষ্ঠার পর

৩১ জুলাই বেলা ১১টায় কলা অনুষদ, ৩ আগস্ট বেলা ১১টায় বিজ্ঞান অনুষদ, ৪ আগস্ট বেলা ১১টায় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং ৪ আগস্ট বেলা ৩টায় আইন অনুষদে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩ জুলাই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজ শুরু হয়। বিজ্ঞপ্তি।

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসব্যাপী সেমিনার

● আলোকিত ডেস্ক

ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে আগামী ২৮ জুলাই জীববিজ্ঞান অনুষদে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে এক সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নয়া দিগন্ত

গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাবিতে মাসব্যাপী সেমিনার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে আগামী সোমবার বেলা ৩টায় জীববিজ্ঞান অনুষদে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে এক সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৯ জুলাই বেলা ৩টায় ফার্মেসি অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ, ৩০ জুলাই বেলা ৩টায় আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ, ■ ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী

৩য় পৃষ্ঠার পর

৩১ জুলাই বেলা ১১টায় কলা অনুষদ, ৩ আগস্ট বেলা ১১টায় বিজ্ঞান অনুষদ, ৪ আগস্ট বেলা ১১টায় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং ৪ আগস্ট বেলা ৩টায় আইন অনুষদে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩ জুলাই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজ শুরু হয়। বিজ্ঞপ্তি।

Dhaka Tribune

Unesco, DU launch youth drive to safeguard intangible heritage

DU Correspondent

As a significant step towards the preservation of the world's cultural heritage, the "2025 ICH Youth Network Special Lecture" was held at the University of Dhaka on Monday.

The primary aim of this special lecture was to raise awareness among young students regarding the conservation of intangible cultural heritage.

This initiative was organized jointly by Unesco ICHCAP and the Department of Anthropology at the University of Dhaka, with the goal of fostering a deeper connection to cultural heritage among the new generation and ensuring the active participation of youth as custodians of intangible cultural heritage.

Speakers at an event on the preservation of the world's cultural heritage in Dhaka on Monday

DHAKA TRIBUNE

The core concepts encompassed within intangible cultural heritage include the beliefs, customs, performances, social festivals, craftsmanship, traditional knowledge and environmental practices that are integral to a community's identity and cultural legacy. •

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৯ শ্রাবণ ১৪৩২

DU in Media

24 july 2025

সমকাল

ডাকসু নির্বাচন

সমতল মাঠ সৃষ্টি অপরিহার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের তপশিল ২৯ জুলাই ঘোষণা করা হইবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেই তথ্য জানাইয়াছে, উহাকে আমরা সতর্কতার সহিত স্বাগত জানাই। রবিবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উক্ত তপশিল ঘোষণা লইয়া ডাকসুর বিভিন্ন অংশীজনের সহিত চূড়ান্ত সভা করিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সেই সভা শেষে ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন উক্ত তথ্য প্রকাশ, তৎসহিত ইহাও বলিয়াছেন, ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। যদিও ভোট গ্রহণের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা না হইবার কারণে কোনো কোনো ছাত্র সংগঠন ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। ঘোষিত পথনকশা অনুসারে নির্বাচনটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে– এই আশা আমরা করি। ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে সর্বোচ্চ ফোরাম সিনেটে অন্যান্য অংশীজনের সহিত শিক্ষার্থী প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্তির বিধান রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিশ্চিত করাই এই বিধানের লক্ষ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দীর্ঘদিন ধরিয়া ডাকসু নির্বাচন না হইবার কারণে প্রতিষ্ঠানটির সিনেটে শিক্ষার্থী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ বন্ধ রহিয়াছে; যদিও শিক্ষক ও কর্মচারী সমিতির নির্বাচন নিয়মিতই অনুষ্ঠিত হইতেছে। একই কারণে শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া লইয়া কথা বলিবার জন্য কোনো বৈধ প্রতিনিধিও তথায় নাই। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচন হইয়াছিল ২৮ বৎসর পর। প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইবার বিধান থাকিলেও, ঐ নির্বাচনের পর অদ্যাবধি কোনো ডাকসু নির্বাচন হয় নাই। এই প্রেক্ষাপটে ডাকসু নির্বাচন সময়ের দাবিতে পরিণত হইয়াছে বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না। এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে, সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জোরালো হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এই ক্ষেত্রে পিছাইয়া নাই।

ইহাও স্বীকার্য, চলতি বৎসরের শুরুতে ডাকসু নির্বাচন লইয়া বিশেষত প্রশাসন এবং অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অনভিপ্রেত দূরত্ব রচিত হইয়াছিল। শিক্ষার্থীদেরই দাবির মান্যতা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারসহ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে দুইটি কমিটি গঠন করিয়াছিল। তখন শিক্ষার্থীদের মধ্য হইতে অভিযোগ উঠিয়াছিল, কর্তৃপক্ষ ডাকসু বিষয়ে ধীরে চলিবার নীতি অবলম্বন করিতেছে। শুধু উহাই নহে, উক্ত বিষয়ে দেশের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবস্থান একই সমতলে থাকায় অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে ধারণা জন্মায়, কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মনোভাব পোষণ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করিতেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে সকল ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন অংশীজনের বৈঠকে ডাকসু নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা, প্রার্থী ও ভোটারের যোগ্যতা এবং ভোট গ্রহণের সম্ভাব্য সময়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া নিঃসন্দেহে শুভলক্ষণ। তবে শিক্ষার্থীদের ন্যায় আমরাও যেনতেন নির্বাচন চাহি না। তাই বৈধ সকল শিক্ষার্থীর ভোটাধিকার যদ্রূপ নিশ্চিত করিতে হইবে, তদ্রূপ সকল মত-পথের প্রার্থীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অবাধ প্রচারের পরিবেশ থাকিতে হইবে। অতীতের কোনো ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক পরিচয় আনুষ্ঠানিকভাবে ছিল না, এইবারও নিশ্চয় একই রীতি অনুসৃত হইবে। তবে এই নির্বাচন বরাবরই ছিল প্যানেলভিত্তিক। এইবারও তাহার হয়তো ব্যত্যয় ঘটিবে না। এতদ্ব্যতীত, যেই কোনো শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে যেই কোনো পদে স্বতন্ত্র অবস্থানে থাকিয়া নির্বাচন করিতে পারে– এইবারও নিশ্চয় এই সুযোগটি থাকিবে। আমাদের প্রত্যাশা, নির্বাচনে সকল প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর জন্য সমতল মাঠ তথা সমান সুযোগ নিশ্চিত করিতে হইবে।

স্মরণে রাখিতে হইবে, ডাকসু নির্বাচন কেবল শিক্ষার্থী প্রতিনিধিই নির্ধারণ করে না; অন্তত অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, ভবিষ্যৎ জাতীয় নেতৃত্বও নির্বাচিত করে। তদুপরি নির্বাচনটি হইতে যাইতেছে শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে; যাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই অতীতের ন্যায় পথ দেখাইয়াছে।

প্রথম আলো

তাজউদ্দীন আহমদ স্মরণে আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। গতকাল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

তাজউদ্দীন ছিলেন একই সঙ্গে আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন আদর্শবাদী নেতা। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। আদর্শিক দিক থেকে তিনি মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন। এমন মুক্তি, যেখানে মানুষ শোষণ, বঞ্চনার শিকার হবে না। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। আর বাস্তববাদী ছিলেন বলেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়েছিলেন। তাঁর দলের ভেতরের অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

গতকাল বুধবার স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের শততম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এমন মন্তব্য করেছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ও চিন্তক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। সাহিত্য-সংস্কৃতির পত্রিকা *কালের ধ্বনি* বিকেলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে 'মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য সারথী : শতবর্ষে তাজউদ্দীন আহমদ' শীর্ষক এই আলোচনার আয়োজন করে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এই যুদ্ধ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হবে না, এটি হবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। তবে ইন্দিরা গান্ধীর আশঙ্কা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে পশ্চিমবঙ্গ যেন পূর্ব বাংলার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে না পড়ে। তাঁর এই সন্দেহ দূর করতে তখন স্বাধীন বাংলাদেশের যে পতাকা তৈরি করা হয়েছিল, তাতে লাল বৃত্তের মধ্যে হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র যুক্ত করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই সংগ্রাম শুধুই পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের। মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন অনেক কাজের মধ্য দিয়ে তাজউদ্দীন আহমদের বাস্তববাদিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলোচনা পর্বে অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান বলেন, তাজউদ্দীন আহমদ নেতা হতে চাননি। তিনি নেপথ্যে থেকে কাজ করতেই পছন্দ করতেন। তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নেতা আওয়ামী লীগে ছিল না। সামগ্রিক রাজনীতিতেও দুর্লভ। সাচিবিক দায়িত্বে তিনি সুদক্ষ ছিলেন, বরাবর ভালোভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনুষ্ঠানে তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে *অনিবার্য তাজউদ্দীন আহমদ* নামে ইমরান মাহফুজের সম্পাদনায় একটি বিশেষ সংকলন প্রকাশ করা হয়। *কালের ধ্বনি* সম্পাদক ইমরান মাহফুজ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন লেখক ও গবেষক গওহার নঈম ওয়ারা, অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, গীতিকবি শহীদুল্লাহ ফারায়জী, কথাসাহিত্যিক আহমাদ মোস্তফা কামাল, বাপার সম্পাদক আলমগীর কবির, সাংবাদিক কাজল রশীদ, গবেষক আলমগীর খান, সংবিধানবিশেষজ্ঞ আরিফ খান ও শুভ কিবরিয়া।